ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

গ্রন্থকার পরিচিতি

১. ইমাম ইবনে আবিদীনের পূর্ণ নাম কী? (ما هو الاسم الكامل للإمام ابن عابدين؟)
২. ইবনে আবিদীন কোন হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন? (في أي عام هجري ولد ابن عابدين؟)
৩. ইবনে আবিদীন কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন? (في أي مدينة ولد ابن عابدين؟)
৪. আলেমদের মাঝে ইমাম ইবনে আবিদীনের প্রসিদ্ধ উপাধি কী? (ما هو لقب الإمام ابن عابدين المشهور به بين العلماء؟)
৫. প্রাথমিক পড়াশোনার পর ইবনে আবিদীন কোন ফিকহী মাযহাবে পরিবর্তিত হয়েছিলেন? (ما هو المذهب الفقهي الذي تحول إليه ابن عابدين بعد دراسته الابتدائية؟)
৬. কোন শায়খ তাকে হানাফি মাযহাবে পরিবর্তিত হতে বাধ্য করেছিলেন? (من هو شيخه الذي ألزمه بالتحول إلى المذهب الحنفي؟)
৭. ইমাম ইবনে আবিদীন কোন হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন? (في أي عام هجري توفي الإمام ابن عابدين؟)
৮. ইবনে আবিদীনের পিতার পেশা কী ছিল? (ما هي مهنة والد ابن عابدين؟)
৯. ইবনে আবিদীন যে সুফী তরিকাসমূহ অবলম্বন করেছিলেন, তার মধ্যে একটির নাম কী? (اذكر اسم إحدى الطرق الصوفية التي سلكها ابن عابدين؟)
১০. অলঙ্কার শাস্ত্রে (বালাগাত) তার অন্যতম রচনার নাম কী? (اكتب إحدى مؤلفاته في البلاغة؟)
১১. দামেশকে তিনি যে ধর্মীয় পদগুলো অলঙ্কৃত করেছিলেন, তার মধ্যে একটি কী? (حرر إحدى وظائفه الدينية التي تولاها في دمشق؟)

১২. তার কোন ছাত্র বা পুত্র হাশিয়ার একটি অংশ সম্পন্ন করেছিলেন? (من هو تلميذه الذي أكمل جزءا من الحاشية؟)
১৩. কোন কিতাবের ফাতওয়াগুলোকে ইবনে আবিদীন পরিমার্জন (তানক্বীহ) করেছিলেন? (ما هو الكتاب الذي قام ابن عابدين بتنقيح فتاواه؟)
১৪. ইবনে আবিদীন পরিবারের মূল বাসস্থান কোথায় ছিল? (ما هو الموطن الأصلي لأسرة ابن عابدين؟)
১৫. ইবনে আবিদীন রাতকে শিক্ষাদান, নাকি গ্রন্থ রচনার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন? (هل كان ابن عابدين يخصص الليل للتدريس أم للتأليف؟)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর : গ্রন্থকার পরিচিতি

১. ইমাম ইবনে আবিদীনের পূর্ণ নাম কী? (ما هو الاسم الكامل للإمام ابن عابدين؟)

হানাফি ফিকহের শেষ যুগের মহান সংস্কারক ও গবেষক আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-এর পূর্ণ নাম ও বংশপরম্পরা অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ এবং বরকতময়। তার মূল নাম হলো মুহাম্মদ আমীন। তার পিতার নাম ওমর। তবে তিনি তার পারিবারিক উপাধি 'ইবনে আবিদীন' নামেই বিশ্বজুড়ে সমধিক পরিচিত।

তার সিলসিলা-এ-নাসাব বা বংশলতিকা হলো: মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ইবনে আহমেদ ইবনে আব্দুর রহিম ইবনে নাজমুদ্দিন ইবনে মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন।

ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণের মতে, তার এই বংশধারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতের সর্দার ও নবী দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন 'সাদাতে হুসাইনী' বা আওলাদে রাসুল। তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন (রহ.) ছিলেন তার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ, আবেদ ও জাহিদ। তার অতিরিক্ত ইবাদত, রিয়াজত এবং খোদাভীতির কারণে সমকালীন মানুষ তাকে 'জয়নুল আবিদীন' (ইবাদতকারীদের অলংকার) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তার বংশধররা এই মহান ব্যক্তিত্বের নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে 'ইবনে আবিদীন' বা 'আবিদীনের সন্তান' হিসেবে পরিচিতি লাভ

করেন। এই উচ্চবংশীয় মর্যাদা তার ইলমি জীবনে এক বিশেষ নূর বা আধ্যাত্মিক শক্তি জুগিয়েছিল।

২. ইবনে আবিদীন কোন হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন? (في أي عام هجري ولد ابن عابدين؟)

ফিকহ শাস্ত্রের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) ১১৯৮ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি সাল অনুযায়ী তার জন্মসাল ছিল ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ।

তার জন্ম এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন উসমানীয় খেলাফত তার শেষ সময়ে উপনীত হয়েছিল এবং মুসলিম বিশ্ব নানামুখী রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলেও তৎকালীন সিরিয়া বা শামদেশ ছিল ইলম চর্চার এক উর্বর ভূমি। দ্বাদশ হিজরি শতাব্দীর এই ক্রান্তিলগ্নে তার জন্ম হানাফি ফিকহের জন্য ছিল আল্লাহর এক বিশেষ রহমত।

তিনি এক সম্ভ্রান্ত, ধনাঢ্য ও দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ছিলেন একজন নেককার ব্যবসায়ী। সন্তানের জন্মের পর তিনি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং তাকে দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দেন। শৈশব থেকেই তার মধ্যে মেধার যে স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল, তা তার জন্মলগ্নের শুভ্রতা ও বরকতেরই ইঙ্গিত বহন করে। তিনি হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'মুজাদ্দিদ' বা ফিকহের সংস্কারক হিসেবে আবির্ভূত হন।

৩. ইবনে আবিদীন কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন? (في أي مدينة ولد ابن عابدين؟)

ইমাম ইবনে আবিদীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী নগরী দামেশক (Damascus)-এ জন্মগ্রহণ করেন। আরবিতে এই শহরকে 'দিমাশকুশ শাম' (دمشق الشام) বলা হয়।

দামেশক হলো নবী-রাসূলদের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যভূমি এবং ইলম ও আধ্যাত্মিকতার এক প্রাচীন কেন্দ্র। সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকিহদের পদচারণায় এই শহর ধন্য হয়েছে। ইমাম ইবনে আবিদীনের জন্ম, শৈশব, শিক্ষাজীবন এবং কর্মজীবন—সবকিছুই এই বরকতময়

শহরে অতিবাহিত হয়েছে। তার পৈতৃক নিবাস ছিল দামেশকের বিখ্যাত 'কানাওয়াত' মহল্লায়।

তিনি যেহেতু দামেশকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আজীবন সেখানেই বসবাস করেছেন, তাই তাকে তার শহরের দিকে সম্পৃক্ত করে 'আশ-শামী' (الشامي) বা 'সিরিয়াবাসী' বলা হয়। ভারত উপমহাদেশ ও অনারব বিশ্বে তার রচিত গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার' আজ 'ফতোয়া শামী' নামেই অধিক পরিচিত। এই উপাধিটি তার নামের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, যা তার দেশপ্রেম ও নিজ অঞ্চলের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয় বহন করে।

৪. আলেমদের মাঝে ইমাম ইবনে আবিদীনের প্রসিদ্ধ উপাধি কী? (ما هو لقب الإمام ابن عابدين المشهور به بين العلماء؟)

তৎকালীন ও পরবর্তী যুগের আলেম এবং ফকিহদের মাঝে ইমাম ইবনে আবিদীন একাধিক সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তবে তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও অর্থবহ উপাধিটি হলো 'আমীনুল ফাতওয়া' (أمين الفتوى) বা 'ফাতওয়ার আমানতদার'।

তিনি দীর্ঘদিন তৎকালীন দামেশকের প্রধান মুফতি সায়্যিদ হুসাইন আল-মুরাদির অধীনে ফাতওয়া বিভাগের প্রধান দায়িত্বশীল হিসেবে কাজ করেছিলেন। সেখানে তিনি আগত ফাতওয়াগুলো যাচাই-বাছাই করতেন এবং সেগুলোর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতেন। তার সততা, আমানতদারিতা এবং মাসআলা চয়নের সতর্কতার কারণে তাকে এই উপাধি দেওয়া হয়।

এছাড়া তার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার গভীরতার কারণে তাকে 'খাতিমাতুল মুহাক্কিকীন' (خاتمة المحققين) বা 'গবেষকদের সিলমোহর' বলা হয়। অর্থাৎ তার পরে হানাফি ফিকহে তার মতো এত বড় গবেষক আর জন্মায়নি। তাকে 'ফকিহুশ শাম' (সিরিয়ার ফকিহ) এবং 'রইসুল উলামা' (আলেমদের সর্দার) বলেও অভিহিত করা হয়। এই উপাধিগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল একজন সাধারণ আলেম ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ফিকহ ও ফাতওয়ার জগতের এক অবিসংবাদিত সম্রাট।

৫. প্রাথমিক পড়াশোনার পর ইবনে আবিদীন কোন ফিকহী মাযহাবে পরিবর্তিত হয়েছিলেন? (ما هو المذهب الفقهي الذي تحول إليه ابن عابدين بعد دراسته الابتدائية؟)

ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার শিক্ষাজীবনের শুরুতে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি খুব অল্প বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন এবং তাজবিদ শিক্ষা করেন। এরপর তিনি শাফেয়ী ফিকহের উসুল ও ফুরু (শাখা-প্রশাখা) অধ্যয়ন শুরু করেন। কারণ তার প্রথম জীবনের উস্তাদ শায়খ সাঈদ আল-হামাউয়ী ছিলেন একজন শাফেয়ী মাযহাবের আলেম।

কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তার উস্তাদের নির্দেশ ও পরামর্শে হানাফি মাযহাবে স্থানান্তরিত বা ইন্তিকাল (Transfer) করেন। এই মাযহাব পরিবর্তন তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং হানাফি ফিকহের ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়। হানাফি মাযহাবে আসার পর তিনি 'মুলতাকাল আবহুর', 'কানজুদ দাকায়েক' ও 'হেদায়া'-র মতো মৌলিক কিতাবগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি হানাফি ফিকহের এমন এক স্তরে পৌঁছান যে, তাকে হানাফি মাযহাবের 'ইমামুল মুতাআখখিরিন' বা পরবর্তী যুগের ইমাম বলা হয়। তার এই পরিবর্তন ছিল ইলমি প্রয়োজনে ও আল্লাহর বিশেষ হেকমতে, কোনো মাযহাবি গোঁড়ামি থেকে নয়।

৬. কোন শায়খ তাকে হানাফি মাযহাবে পরিবর্তিত হতে বাধ্য করেছিলেন? (من هو شيخه الذي ألزمه بالتحول إلى المذهب الحنفي؟)

যিনি ইমাম ইবনে আবিদীনকে শাফেয়ী মাযহাব ত্যাগ করে হানাফি মাযহাব গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি হলেন তার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক শায়খ সাঈদ আল-হামাউয়ী (রহ.)।

শায়খ সাঈদ আল-হামাউয়ী ছিলেন দামেশকের 'শায়খুল কুররা' বা শ্রেষ্ঠ কারী এবং একজন উচ্চমাকামের বুজুর্গ ব্যক্তি। তিনি তার আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতা বা 'ফিরাসা' দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইবনে আবিদীনের মেধা, মনন এবং ফিকহী মেজাজ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাবের সাথেই বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি জানতেন, এই ছেলে হানাফি মাযহাবের এক বিশাল খেদমত আঞ্জাম দেবে।

তাই একদিন তিনি ইবনে আবিদীনকে ডেকে বললেন:

(يَا بُنَيَّ، اتْرُكْ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَتَمَسَّكْ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَبِي حَنِفَةَ)

অর্থ: "হে বৎস! তুমি শাফেয়ী মাযহাব ছেড়ে দাও এবং ইমামে আজম আবু হানিফার মাযহাবকে আঁকড়ে ধরো।"

উস্তাদের এই আদেশ তিনি বিনাবাক্যে শিরোধার্য করে নেন এবং হানাফি ফিকহের সাগরে ডুব দেন।

৭. ইমাম ইবনে আবিদীন কোন হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন? (في أي عام هجري توفي الإمام ابن عابدين؟)

ফিকহ ও ফাতওয়ার এই মহান নক্ষত্র ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) ১২৫২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। ইংরেজি সাল অনুযায়ী তার ইন্তেকালের বছর ছিল ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দ।

তিনি ২১ রবিউস সানি, বুধবার জোহরের আজানের সময় মহান রবের ডাকে সাড়া দেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৪ বছর। তার হায়াত বা জীবনকাল খুব দীর্ঘ ছিল না, কিন্তু কর্মের বিশালতার দিক থেকে তা ছিল কয়েক শতাব্দীর সমান। তার ইন্তেকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে পুরো দামেশক শহরে শোকের মাতম শুরু হয়। তার জানাজায় অগণিত আলেম, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তাকে দামেশকের ঐতিহাসিক 'বাব আস-সগির' কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার মাজার আজও সেখানে বিদ্যমান এবং জিয়ারতকারীদের জন্য উন্মুক্ত। তার মৃত্যুতে ইসলামি বিশ্ব একজন সত্যিকার 'রব্বানি আলেম' ও গবেষককে হারিয়েছিল।

৮. ইবনে আবিদীনের পিতার পেশা কী ছিল? (ما هي مهنة والد ابن عابدين؟)[8]

ইমাম ইবনে আবিদীনের পিতা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ছিলেন পেশায় একজন ব্যবসায়ী (তাজির)।

তিনি ছিলেন দামেশকের একজন স্বনামধন্য, সচ্ছল এবং অত্যন্ত আল্লাহভীরু ব্যবসায়ী। তার ব্যবসার ধরণ ছিল হালাল ও স্বচ্ছ। ইবনে আবিদীনের শৈশব কেটেছে এই ব্যবসায়িক আবহে। তিনি ছোটবেলায় পিতার সাথে দোকানে বসতেন এবং মাঝে মাঝে ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করতেন।

দোকানের ক্যাশ বাক্সের পাশে বসে তিনি সারাক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। বাজারের কোলাহল তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করতে পারত না। ব্যবসায়ী পিতার সন্তান হওয়ায় এবং নিজে দোকানে বসার সুবাদে তিনি মানুষের লেনদেন (মুআমালাত), ক্রয়-বিক্রয়, লাভ-ক্ষতি এবং বাজারের রীতিনীতি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা তাকে পরবর্তীতে ফিকহুল মুআমালাত বা ব্যবসায়িক লেনদেনের মাসআলা রচনায় এক বিশেষ দক্ষতা ও প্রজ্ঞা দান করেছিল, যা কেবল কিতাব পড়ে অর্জন করা সম্ভব ছিল না।

৯. ইবনে আবিদীন যে সুফী তরিকাসমূহ অবলম্বন করেছিলেন, তার মধ্যে একটির নাম কী? (اذكر اسم إحدى الطرق الصوفية التي سلكها ابن عابدين؟)

ইমাম ইবনে আবিদীন কেবল একজন শুষ্ক ফকিহ বা মুফতি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ইলমে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাহেরি ইলমের সাথে বাতেনি ইলমের সমন্বয় ছাড়া পূর্ণতা অর্জন করা যায় না। তিনি একাধিক সুফী তরিকার ফয়েজ লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে প্রধান ও অন্যতম তরিকাটি হলো নকশবন্দিয়া তরিকা (الطريقة النقشبندية)।

তিনি তার যুগের মুজাদ্দিদ ও মহান আধ্যাত্মিক সাধক শায়খ মাওলানা খালিদ আল-বাগদাদী (রহ.)-এর হাতে নকশবন্দিয়া তরিকায় বায়আত গ্রহণ করেন। শায়খ খালিদ তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাকে তরিকার উচ্চতর সবক প্রদান করে খেলাফত দান করেছিলেন। ইবনে আবিদীন তার শায়খের প্রতি এতটাই ভক্তি রাখতেন যে, শায়খের বিরোধীদের জবাব দেওয়ার জন্য তিনি কিতাব পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। এছাড়া তিনি কাদেরিয়া তরিকার মাশায়েখদের থেকেও আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তার রচিত ফিকহী কিতাব 'রদ্দুল মুহতার'-এর পাতায় পাতায় তার এই সুফিবাদী চিন্তাধারা ও খোদাভীতির ছাপ স্পষ্ট।

১০. অলঙ্কার শাস্ত্রে (বালাগাত) তার অন্যতম রচনার নাম কী? (اكتب إحدى مؤلفاته في البلاغة؟)

ইমাম ইবনে আবিদীন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ফিকহ, উসুল, হাদিস ও তাফসিরের পাশাপাশি আরবি সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে (ইলমুল বালাগাত)

তার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এই শাস্ত্রে তার রচিত একটি বিখ্যাত ও অনবদ্য গ্রন্থ হলো 'হাশিয়া আলাল মুতাওওয়াল' (حاشية على المطول)।

আরবি অলঙ্কার শাস্ত্রের অত্যন্ত জটিল ও উচ্চাঙ্গের কিতাব হলো আল্লামা তাফতাজানি (রহ.) রচিত 'আল-মুতাওওয়াল'। ইমাম ইবনে আবিদীন এই কিতাবের ওপর একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা টীকা (হাশিয়া) রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি আরবি ভাষার সূক্ষ্ম অলঙ্কার, উপমা এবং রূপক অর্থের এমন চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন, যা তার সাহিত্যিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। এই রচনাটি প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল শরিয়তের বিধানই বুঝতেন না, বরং আরবি ভাষার রুচি ও মাধুর্য সম্পর্কেও তার গভীর জ্ঞান ছিল। তার গদ্যশৈলী ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সাবলীল এবং সাহিত্যমণ্ডিত।

১১. দামেশকে তিনি যে ধর্মীয় পদগুলো অলঙ্কৃত করেছিলেন, তার মধ্যে একটি কী? (حرر إحدى وظائفه الدينية التي تولاها في دمشق؟)

দামেশকে অবস্থানকালে ইমাম ইবনে আবিদীন তার যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং মর্যাদাপূর্ণ পদটি ছিল 'আমীনুল ফাতওয়া' (أمين الفتوى) বা 'ফাতওয়ার আমানতদার'।

তৎকালীন উসমানীয় শাসনামলে দামেশকের প্রধান মুফতি বা 'মুফতিয়ে দিয়ারিশ শামিয়া' ছিলেন সায়্যিদ হুসাইন আল-মুরাদি। ইবনে আবিদীন তার অধীনে ফাতওয়া বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করতেন। তার কাজ ছিল—জনগণের কাছ থেকে আসা জটিল প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করা, মুফতি সাহেবের দেওয়া ফাতওয়াগুলো যাচাই-বাছাই করা এবং সেগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। কার্যত ফাতওয়া বিভাগের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন তিনিই। এই পদে থাকার কারণেই তিনি মানুষের হাজারো সমস্যার সমাধান দিতে পেরেছিলেন এবং হানাফি ফিকহের যাবতীয় মাসআলা তার নখদর্পণে চলে এসেছিল।

১২. তার কোন ছাত্র বা পুত্র হাশিয়ার একটি অংশ সম্পন্ন করেছিলেন? (من هو تلميذه الذي أكمل جزءا من الحاشية؟)

ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার' বা ফতোয়া শামী তার জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। কিতাবটি লেখার

মাঝপথেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য পুত্র এবং প্রধান ছাত্র আল্লামা আলাউদ্দিন ইবনে আবিদীন (রহ.) তার পিতার এই অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করেন।

আলাউদ্দিন ইবনে আবিদীন ছিলেন তার পিতার যথার্থ উত্তরসূরি। তিনি তার পিতার লিখনশৈলী ও গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে হাশিয়ার অবশিষ্ট অংশটুকু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে লিপিবদ্ধ করেন। তার রচিত এই অংশের নাম দেওয়া হয় 'কুররাতুল উয়ুনিল আখইয়ার' (قرة عيون الأخيار)। বর্তমানে যখন 'রদ্দুল মুহতার' ছাপানো হয়, তখন আলাউদ্দিন ইবনে আবিদীনের লেখা এই অংশটি মূল কিতাবের সাথে 'তাকমিলা' বা পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত থাকে। এটি ছাড়া 'ফতোয়া শামী' অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

১৩. কোন কিতাবের ফাতওয়াগুলোকে ইবনে আবিদীন পরিমার্জন (তানক্বীহ) করেছিলেন? (ما هو الكتاب الذي قام ابن عابدين بتنقيح فتاواه؟)

ইমাম ইবনে আবিদীন গবেষণার পাশাপাশি পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সংস্কার ও পরিমার্জনের কাজও করেছেন। তিনি যে বিখ্যাত ফাতওয়া গ্রন্থটির পরিমার্জন বা 'তানক্বীহ' করেছিলেন, তার নাম হলো 'ফাতওয়া হামিদিয়্যাহ' (الفتاوى الحامدية)।

মূল কিতাবটির রচয়িতা ছিলেন মুফতি হামিদুদ্দিন আল-ইমাদি। ইবনে আবিদীন লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই কিতাবে অনেক ফাতওয়া অগোছালোভাবে সংকলিত হয়েছে এবং কিছু মাসআলায় দুর্বল মত গ্রহণ করা হয়েছে, যা মুফতিদের বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই তিনি কিতাবটিকে নতুন করে বিন্যস্ত করেন, দুর্বল মতগুলো বাদ দিয়ে শক্তিশালী মতগুলো সংযোজন করেন এবং প্রয়োজনীয় টীকা যুক্ত করেন। তার এই পরিমার্জিত ও সংশোধিত সংস্করণটির নাম দেন 'আল-উকুদুদ দুররিয়্যাহ ফি তানকিহিল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ'। এটি ফিকহের একটি নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় কিতাব।

১৪. ইবনে আবিদীন পরিবারের মূল বাসস্থান কোথায় ছিল? (ما هو الموطن الأصلي لأسرة ابن عابدين؟)

ইবনে আবিদীন পরিবারের মূল বাসস্থান বা আদি নিবাস ছিল সিরিয়ার ঐতিহাসিক নগরী দামেশক (Damascus)।

যদিও বংশগতভাবে তিনি ছিলেন 'সাদাতে হুসাইনী' বা নবী পরিবারের সন্তান, যার শেকড় মদিনা বা হেজাজে প্রোথিত, কিন্তু তার পূর্বপুরুষরা হিজরি চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতেই দামেশকে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বিশেষ করে দামেশকের 'কানাওয়াত' এবং 'বাব আল-বারিদ' মহল্লায় এই সম্ভ্রান্ত ও দ্বীনদার পরিবারটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বসবাস করে আসছে। দামেশকের আলো-বাতাসেই এই পরিবারটি বিকশিত হয়েছে। তাই ঐতিহাসিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে তাদের 'দামেশকী' বা 'শামী' বলা হয়। দামেশকের ইলমি ঐতিহ্যের সাথে এই পরিবারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

১৫. ইবনে আবিদীন রাতকে শিক্ষাদান, নাকি গ্রন্থ রচনার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন? (هل كان ابن عابدين يخصص الليل للتدريس أم للتأليف؟)

ইমাম ইবনে আবিদীন ছিলেন সময়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। তিনি তার দিন ও রাতকে সুনির্দিষ্ট রুটিনে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি সাধারণত রাতকে গ্রন্থ রচনা (তাসনিফ) ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।

দিনের বেলা তিনি ছাত্রদের দরস দিতেন, ফাতওয়া বিভাগের দাপ্তরিক কাজ করতেন এবং মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু রাতের নিস্তব্ধতা নামলে তিনি তার পড়ার ঘরে প্রবেশ করতেন। রাতের এই সময়টিতে তিনি গভীর মনোযোগে কিতাব লিখতেন এবং গবেষণার কাজ করতেন। তার জীবনীকারগণ উল্লেখ করেন যে, তিনি রাতের একটি অংশ বিশ্রাম নিতেন, একটি অংশ তাহাজ্জুদ ও জিকিরে কাটাতেন এবং বাকি বড় অংশটি 'রদ্দুল মুহতার'-এর মতো কালজয়ী গ্রন্থ রচনায় ব্যয় করতেন। রাতের এই নির্জন সাধনাই তাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ হিসেবে গড়ে তুলেছিল।